ওয়ান বাংলাদেশ এর মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

ড. সাইদুর রহমান কে সভাপতি ও মশিউর রহমান (সজল) কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি ওয়ান বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রশীদুল হাসান এ কমিটি অনুমোদন দেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ সভাপতি ড. আশরাফুল ইসলাম, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, ইমরান হোসেন, অর্থ সম্পাদক ড. মফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারান সম্পাদক মামুন নুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আশির ফয়সাল (চপল), শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শাশ্বত চক্রবর্তী (নিপ্পন),

ইতিহাস বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, সমাজসেবা সম্পাদক রাসেলুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মিনা পারভীন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল আমিন , প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক , তথ্য ও প্রযুক্তি পদে সম্পাদক জসিম উদ্দিন, সদস্য রাকিবুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান মালেক, কে এম ইমতিয়াজ হাসান জুয়েল, মারুফ সিদ্দিকী, ড. ইয়াসমিন আরা সাথী, মনিরুজ্জামান।

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক

বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল, খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের

নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।

বিসিএল এর পিরোজপুর ইউনিয়নের আহবায়ক কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের (বিসিএল) এর মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সুমন আলী কে আহব্বায়ক এবং ময়েন আহাম্মেদ কে যুগ্ন আহব্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। শুক্রবার বিকালে বিসিএল এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি নুর-উস-সাফা প্লাবন এর নিজস্ব রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হল ছাবিরুল ইসলাম, ইউছুব আলী, হানেফ আলী, লিপন আলী, মিঠুন। আগামী ৩মাসের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হল, এবং সম্মেলন প্রস্তুত করার আহব্বান জানান বাংলাদেশের ছাত্রলীগ –বি সি এল কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মোঃ নুরু –উছ –সাফা প্লাবন

এবং নবগঠিত বারাদী ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, প্লাবন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএল এর বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

মেপ্র/এমএফআর

দামুড়হুদায় নিষেধাজ্ঞার পরও মাটি কাটার মহোৎসব, হুমকিতে ফসলি জমি

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা, চিৎলা-গোবিন্দহুদা, লোকনাথপুর, বদনপুর, নাপিত খালী, ও পাটাচোরার ভৈরব নদীর পাড়সহ বিভিন্ন গ্রামের মাঠে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। কৃষকের ফসলি জমির পাশে বড় বড় পুকুরের ন্যায় খনন করে মাটি ও বালি কেটে ইট ভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করায় হুমকির মুখে পড়েছে শত শত বিঘা ফসলি জমি।
এছাড়াও মাটি কাটা গর্তের কারণে ভাঙ্গনে নষ্ট হচ্ছে জমির ফসল। মাটি কাটার ওপর প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চুপিসারে মাটি কাটছে কিছু ভূমিদস্যু। প্রশাসন অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে মোটা অংকের টাকা জরিমানা করলেও তারা থামতে নারাজ। ভুক্তভোগী কৃষকরা বিভিন্ন সময় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছেন। কোষাঘাটা, নাপিতখালী, বদনপুর ছটাঙ্গার মাঠে মাটি কেটে গর্ত করার কারণে মাটি ভেঙে পড়ে তাদের ফসলি জমি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।
মাটি কাটা বন্ধ করতে ভুক্তভোগীগণ বিভিন্ন সময় দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিস ও দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করাসহ বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের জরিমানা করা হয়। এতে কয়েক দিন মাটি কাটা বন্ধ রাখার পর আবারো তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে একইভাবে মাটি কাটা শুরু করেন। ট্রাক্টর ভিড়িয়ে এভাবে মাটি কাটা বন্ধ করা না হলে ফসলি জমির মালিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করছেন আশ পাশের জমির মালিকরা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন মাটি কাটার অপরাধে বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করার পরও মাটি কাটছে। যারা মাটি কাটছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ ইয়াদুল ইসলাম (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এসআই হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার শোলমারী গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ইয়াদুল একই গ্রামের মালোপাড়ার বরকত আলীর ছেলে।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে অভিনব কায়দায় প্যাকেট করা ৩’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে বিক্রির উদ্দেশ্য সে এই মাদক বহন করছিল।
তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম মকবুলার

রহমান আর নেই

সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম মকবুলার রহমান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গোদ রোগের উপর সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

গোদ রোগ যত্ন নিলে বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্তি মেলে এ স্লোগান কে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে গোদ রোগের উপর সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যৌথভাবে বাস্তবায়নকারী লেপ্রা বাংলাদেশ, ফাই লেরিযানিট নির্মূল, কৃমি নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম, রোগ নিযন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় অ্যাসেভ প্রকল্প ইউকেএইউ আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মকর্তা ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।
উক্ত অনুষ্ঠানে গোদ রোগের উপর সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভায় দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

“কন্যা সন্তান বোঝা নয়, আশীর্বাদ”- পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ ১১ (এগার) টি কন্যা শিশুর পরিবারকে পাঠানো হলো ফুল ও নতুন পোশাক “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক গণমুখী কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা এক ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে “কন্যা সন্তান জন্ম হলে ফোন করুন, উপহার পৌঁছে যাবে সাথে সাথে” শিরোনামে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। এটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জেলা পুলিশের একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।
অদ্য ২০.০১.২০২১ তারিখ সকাল ০৮.৪৫ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা থানাধীন নেহালপুর গ্রামের মোঃ আয়নাল হোসেন জানান তার স্ত্রী মোছাঃ আছিয়া খাতুন গত ১৬.০১.২০২১ খ্রি. তারিখে দেশ ক্লিনিক, চুয়াডাঙ্গায় একটি ফুটফুটে কন্যা শিশু জন্ম দিয়েছে। পুলিশ কন্ট্রোলরুমে তাদের বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার সু-সংবাদ জানানোর সাথে সাথে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নির্দেশে কয়েকজন পুলিশ সদস্য ঐ শিশুর জন্য ফুলের তোড়া, নিউবর্ণ বেবী প্যাকেজ ও মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয়।
পুলিশ সদস্যদের উপহার পেয়ে নতুন শিশুর পরিবারের সদস্যদের আনন্দ বেড়ে যায়। কন্যা শিশুর পরিবারের লোকজন পুলিশ সুপারের পাঠানো উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়, পুলিশ সুপারের আন্তরিকতা ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। (২) রাসেল হোসেন তার স্ত্রী তাসলিমা খাতুন, সাং-দত্তাইল, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনে জানান গত ১৮.০১.২০২১ তারিখে বিআরএম ক্লিনিক সরোজগঞ্জে

একটি কন্যা শিশুর জন্ম দিয়েছে। (৩) জামাল উদ্দিন ও রুচিনা খাতুন দম্পতি সাং-নুরনগর কলোনী, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১৮.০১.২০২১ তারিখে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে।
(৪) দর্শনা থানার আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের মোঃ ফারুক হোসেন জানান, তার স্ত্রী কাকলী খাতুন গত ১৮.০১.২০২১ তারিখে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। (৫) মোঃ রিপন মিয়া ও খাদিজা খাতুন দম্পতি সাং-আকন্দবাড়ীয়া, থানা-দর্শনা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১০.০১.২০২১ তারিখ তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে।
(৬) মোঃ রেজাউল ইসলাম ও জেসমিন আক্তার দম্পতি সাং-দর্শনা, থানা- দর্শনা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১৭.০১.২০২১ তারিখ তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। (৭) সেলিম হোসেন ও রশনা খাতুন দম্পতি সাং-হরিশপুর, থানা-দর্শনা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১১.০১.২০২১ তারিখে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে।
এছাড়াও দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের (৮) হাবিবুর রহমান ও ফাতেমা খাতুন দম্পতি ফোনে জানায় তাদের ০৯.০১.২০২১ তারিখে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। (৯) জাকের মন্ডল ও মনোয়ারা খাতুন দম্পতি সাং-গোপালপুর, থানা-দামুড়হুদা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১৩.০১.২০২১ তারিখ তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। (১০) দেলোয়ার হোসেন ও হালিমা খাতুন দম্পতি সাং-দামুড়হুদা, থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১২.০১.২০২১ তারিখ তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে। (১১) শাহাজামাল ও লাকী খাতুন দম্পতি সাং-হোগলডাঙ্গা, থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা ফোনের মাধ্যমে জানায় গত ১৩.০১.২০২১ তারিখ তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে।
সংবাদ জানানোর সাথে সাথে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার নির্দেশে কয়েকজন পুলিশ সদস্যসহ উল্লিখিত পরিবারের কাছে উপহার সামগ্রী নিয়ে তাদের বাসায় উপস্থিত হন। পুলিশ সুপারের এই ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা এখন স্থানীয় জনসাধারণের মুখে মুখে। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার কারণে সংসারে কলহ সৃষ্টি ও পারিবারিক অসন্তোষ দেখা যায়। পুলিশ সুপারের এই মহতী উদ্যোগ হতে পারে সমাজের ঐ সকল পরিবারের জন্য ইতিবাচক বার্তা।
পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠির অর্ধেক নারী। এই বিপুল সংখ্যক নারী পিছিয়ে থাকলে সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহে নলডাঙ্গা ইউনিয়ন আ.লীগ সভাপতির ইন্তেকাল

ঝিনাইদহ সদরের নলডাঙ্গা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি ইরফান আলী বিশ্বাস(৭০) ইন্তেকাল করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ বাসভবনে হৃদযন্তের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন(ইন্না লিল্লাহী–রাজিউন)। ইরফান বিশ্বাস বাগুটিয়া গ্রামের খেলাফত বিশ্বাসের ছেলে।
তিনি ১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই জন্ম গ্রহণ করেছিল অজোপাড়া গাঁয়ে। গ্রামের ছেলে হলেও শৈশবে সামাজিকতা ও রাজনীতির সাথে সংযোগ ঘটেছিল পরিবারের কাছ থেকেই। তাইতো ১৯৬৯ সালে ঝিনাইদহ কৃষি কলেজ শাখার ছাত্রলীগের অন্যতম সদস্য হিসেবে পথচলা শুরু হয়। দীর্ঘপথ চলার মাধ্যমে ২০০০ সালের ১লা আগস্ট নলডাঙ্গা ইউনিয়ন আ. লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়। ২০০৮ সালে কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সততা ও সুনামের সাথে ।
ইউনিয়নের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়।
মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, ৪ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ২০১৪ সালে স্ট্রোকের কারণে শরীরের ডানপার্শ¦ প্যরালাইডস্ হয়ে যায়।
শোকাহত পরিবার সকলের কাছে দোয়া ও প্রার্থনা কামনা করেছেন। আগামী কাল শুক্রবার বেলা ১১টায় নিজ বাসভবন বাগুটিয়া গ্রামে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।
তার মৃত্যুতে রাজনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন মহল শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন

পরিবেশ অধিদপ্তরের ২য় দিনের অভিযানে গুড়িয়ে দেওয়া হলো ঝিনাইদহের আরও ১০টি অবৈধ ইটভাটা

ঝিনাইদহে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানের ২য় দিনে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আরও ১০ টি অবৈধ ইটভাটা। এ নিয়ে গত ২ দিনে ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডুু ও শৈলকুপা উপজেলায় ২০ টি অবৈধ ইটভাটা গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ৪ টি ইটভাটায় জরিমানা করা হয় ২৪ লাখ টাকা।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার পৌর এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এর নেতৃত্বে দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোজিনা আক্তার ও যশোর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাঈদ আনোয়ার। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পৌর ও উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১০ টি ইটভাটা গুড়িয়ে দেওয়া হয়। উপ-পরিচালক সাঈদ আনোয়ার বলেন, আমরা গত বুধবার থেকে ঝিনাইদহে অভিযান শুরু করেছি। যে ইটভাটাগুলোতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নেই। এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।